বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ-
শ্রী কমল চক্রবর্ত্তী
অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭
৫ই নভেম্বর, ২০১০

মুদ্রণ
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
Website : www.avinabadarshan.com (Free Site)

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) MAK ৫৯ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ১, ফোন - ৩০২২-১২৬৫
৩) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য ঃ- দশ টাকা মাত্র

পূর্বাভাষ

আজকের দিন বিপ্লবের দিন। তাই মানবতার বিপ্লব, আত্মরক্ষার বিপ্লব, বাঁচার বিপ্লব, বাঁচানোর বিপ্লব, দীর্ঘজীবি হউক। বিপ্লব অর্থাৎ পরিবর্তন; যার উদ্দেশ্যেই হলো সমাজে বহু সঞ্চিত ক্লেদ পঙ্কিলতাগুলোকে উদ্‌ঘাটন করে অপারেশনের মাধ্যমে ক্লেদ মুক্ত করা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেদের যুগ থেকে দেবদেবতারা, বিপ্লবীরা বা সমাজ সংস্কারকরা অস্ত্র ধারণ করে এসেছেন। যেমন, মা দুর্গা, মা কালী, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, হজরত মহম্মদ, যীশু খ্রীষ্ঠ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, আবার এখনকার যুগে হোচিমিন, লেনিন, মাও-সে-তুঙ, কার্লমার্ক্স, বিনয় বাদল দীনেশ, ক্ষুদিরাম, মাষ্টারদা, শ্রী অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবীরা, মনিষীরা বা সমাজ সংস্কারকরা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁরা কেউ বা তুলে নিয়ে ছিলেন জ্ঞানের অস্ত্র কেউ আবার আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

বিপ্লবের প্রথম কথাই হলো, বুঝের জায়গায় বুঝ আর লাঠির জায়গায় লাঠি প্রয়োগ; অর্থাৎ যেখানে বুঝের মাধ্যমে কাজ হবে, সেখানে জ্ঞানের বিপ্লব ঘটাতে হবে। আর যেখানে বুঝের দ্বারা কাজ হবে না, সেখানে লাঠি অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে।

আজকের সমাজে যে সমস্ত শোষক, জোতদার, মজুতদার, মুনাফাখোররা খুন, জখম, রাহাজানি করে, রক্তচোষার মত নিরীহ মানুষদের রক্ত শোষণ করে, নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করছে; খাদ্যে, ঔষধে, শিশুর খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে; মা বোনেদের ইজ্জৎ লুঠ করছে আর জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করতেই হবে। যে সমস্ত ধর্মব্যবসায়ী ধর্মের নামে সহজ সরল মানুষের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে পরগাছার মতো শোষণ করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিকারে নামতেই হবে।

আপাত দৃষ্টিতে বিপ্লবের পথ রক্তক্ষয়ী হলেও মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি এর উদ্দেশ্য নয়। বিপ্লবের উদ্দেশ্য সমাজে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। অযথা খুন, জখম অথবা অনাবশ্যক রক্তপাত করার জন্য বিপ্লব নয়। ঠিক যেমন ডাক্তারের হাতের ছুরি, আর খুনীর হাতের ছুরি। ডাক্তার ছুরি দিয়ে রোগীর দেহের ক্লেদ পরিষ্কার করে, রোগীকে নতুনভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণা জোগায়। আর খুনী সমাজকে বিষাক্ত করে, নিরীহ মানুষের প্রাণ হরণ করে, সমাজকে আতঙ্কগ্রস্ত করে।

বাইরে থেকে বিপ্লবের পথটাকে দানাবিক মনে হলেও, বিপ্লবের উদ্দেশ্যটা মানবিক। কতকগুলো অসুর, দানব, শোষক, মজুতদার, মুনাফাখোর আর কিছু ধর্মব্যবসায়ী ও কিছু উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদের হাতে পড়ে আজকের সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এদের উৎপাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে বিপ্লবের প্রয়োজন। সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু অবিলম্বে নিপাত হওয়ার দরকার। আজ ঘরে ডাকাত ঢুকেছে। আত্মরক্ষার জন্য হাতের কাছে দা, বঁটি, খুন্তা, কুড়াল যা পাওয়া যায়, তা দিয়ে প্রতিরোধ করে ডাকাতকে বিনাশ করতেই হবে। তাই আত্মরক্ষাকল্পে এই প্রতিরোধ, নৃশংসতা বা অত্যাচার নয়। এটাই প্রকৃতির প্রকৃত বিচার।

যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের বুকের উপর বসে সমাজের রক্ত শোষণ করে চলেছে, অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের সঞ্চয় ও সম্পত্তি বাড়িয়েই চলেছে, সেইসব রাক্ষস, অসুর, শোষক, জোতদার, মজুতদার, মুনাফাখোরের দল আজও আমাদের সমাজকে ঘিরে আছে। আজও তারা আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়ে শাসনের নামে শোষণ করেই চলেছে। এদের হাত থেকে দেশকে, জাতিকে রক্ষা করতে হলে, বিপ্লবেরই প্রয়োজন।

একদিকে যেমন অস্ত্র দ্বারা বিপ্লবীরা, দেবতারা সশস্ত্র বিপ্লব করেছেন অন্য দিকে আবার জ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে, নামের অস্ত্র দিয়ে, এই মাটিতেই সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি জ্ঞানের অস্ত্র প্রয়োগ করে দেখিয়ে ছিলেন সমাজে যে দুষ্কৃতকারীরা, খুনীরা যে হাতে সমাজের বুকে কত রক্ত বন্যা বইয়েছে, সেই খুনীরাই তাদের সেই হাতেই আবার খোল করতাল বাজিয়ে নাম সংকীর্ত্তনের জোয়ারে দেশ ভাসিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আজকের সমাজে রক্তপাত, হানাহানি বন্ধ করতে হলে, জোতদার মজুতদার, মুনাফাখোর ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গেলে, তথাকথিত অস্ত্রশস্ত্রের সাথে চাই জ্ঞানের অস্ত্র, নামের অস্ত্র। কেননা, আত্মিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে একমাত্র জ্ঞানের বিপ্লব, নামের বিপ্লবই আনতে পারে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। সেই সকল অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের **৩৩-তম শ্রদ্ধার্ঘ্য** প্রকাশিত হলো **'বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক'**।

পরিশেষে জানাই, পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭ — *চপল মিত্র*

ইং ৫ই নভেম্বর, ২০১০ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

তোমাদের বাবা হাতে অস্ত্র নেন, চিকিৎসার জন্য; খুন করার জন্য নয়।

সুখচর ধাম
১৫.০৯.১৯৮৫

আস্তে আস্তে, কেউ কথা বলবে না। যে যেভাবে আছ, ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাক। (বেদমন্ত্র...) এর আগেও একটা ক্লাস করেছিলাম। ভাষণ দিয়েছিলাম। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। পরিশ্রম করে তোমাদের ভাষণ দেব, সেই ভাষণটুকুনু তোমরা মন দিয়ে গ্রহণ করবে। আমাকে দিয়ে পরিশ্রম করাবে, কাজ করবে না, তা করবে না। আমার সময়ের যথেষ্ট মূল্য আছে। আমি সময় পাই না। এতটুকুনু সময় আমি করে উঠতে পারি না। সকাল থেকে রাত্রি ১২টা/১টা অবধি আমি পরিশ্রম করি। শরীরে দেয় না। শরীরে আর কুলাচ্ছে না।

সারাবছর এত রোগ সারাতে হচ্ছে। আমার জীবনকে তোমাদের সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। নানারকম সমস্যার জটিলতা আমাকে ঘিরে ধরেছে। তোমাদের প্রত্যেকটি ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক সবটার মধ্যেই আমাকে ঢেলে দিয়েছি, ছেড়ে দিয়েছি। এখন সেগুলোর একটা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। ভিতরে ভিতরে নানারকম রোগের উৎপত্তি হচ্ছে। অসুবিধার সৃষ্টি করছে। এত রোগ সারালে, তাঁর রোগ হয় সাধারণতঃ। তারা (রোগগুলি) আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়ছে। ব্যাধি আমাকে ছাড়ছে না। ব্যাধি আমাকে একেবারে ঠেসে ধরার ব্যবস্থা করছে। যাইহোক, ব্যাধি তো ধরবেই। ব্যাধি আসেই নেওয়ার

জন্য। সবাইর কাছেই আসে। বাইরে থেকে অনেককে ভালভাবে ডেকে নেয়। ব্যাধি আমাকে ডেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করছে। যাক। কেউ কথা বলবে না। ঠিক যেমনি আছ, তেমনি থাক। ২/৪ মিনিট আমাকে কথা বলতে দাও।

দুই, চার মিনিট কথা বলতে দাও আমাকে। আস্তে আস্তে। আজ হাজার হাজার লোককে দীক্ষা দিচ্ছি। (বেদমন্ত্র...) আস্তে আস্তে...। রাম নারায়ণ রাম... রাম নারায়ণ রাম... রাম নারায়ণ রাম (শ্রীশ্রী ঠাকুরের সঙ্গে সকলের সমবেত কণ্ঠে গান) রাম নারায়ণ রাম।

দেখতো, রাম নারায়ণ রাম কত জায়গায় আছে। আজ্ঞাচক্রে (দুই ভ্রূ-র মধ্যবর্ত্তী স্থানে) আছে। আবার সহস্রারে (মস্তিষ্কে) আছে। এই রাম নারায়ণ রাম এখানকার রাম এবং নারায়ণ নয়। মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম এই রাম নারায়ণ রাম। এর অর্থ বিরাট। এই মহানামের অর্থ— বাঁচিয়ে রাখবে, রক্ষা করবে, সংগ্রাম করবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে। তারপরে একে অন্যের সাহায্য করবে। এক বর্ণে থাকবে, এক জাতিতে থাকবে, এক সুরে থাকবে, এক সত্তায় থাকবে, এক নীতিতে থাকবে, এক সমতায় থাকবে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখবে। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই এক সুরে থাকবে। সেটাই হবে 'রাম নারায়ণ রাম'-এর অর্থ, যাঁকে ডাকলে, যাঁকে স্মরণ করলে সবকিছু সমস্যার সমাধান হবে।

তোমরা যখন মাঠে নামবে, নামতে যদি হয়, সমাজের শত্রুদের বিরুদ্ধে, অসুরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এটাই ধর্মের নিয়ম। এটা শাস্ত্রসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত। তখনকার সময়ে ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে লেফ্‌ট্ রাইট করে, মার্চ করে যুদ্ধ

করতো। তোমরা এই মহানাম উচ্চারণ করে, সকলে সমবেতভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারে নামবে। তোমাদের তো খুন করার অভ্যাস নাই। খুন তো তোমাদের ধর্ম নয়। তোমরা চাও রোগীকে রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে। তোমরা রোগীর সেবা করতে চাও। রোগীর সেবা করতে হলে কি করতে হবে? যেই রোগী ঔষধে সারবে না, ট্যাবলেটে কমবে না, সেই রোগীকে যদি এখন অস্ত্রোপচার (অপারেশন) করার প্রয়োজন হয়, তাতো করতেই হবে। তোমরা রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, 'ডাক্তারবাবু, এই রোগের চিকিৎসা কি?'

ডাক্তারবাবু যদি দেখে বলেন, "এই রোগী কোন ট্যাবলেটে সারবে না, হোমিওপ্যাথিতেও কমবে না, কবিরাজীতে হবে না, বায়োকেমিকেও হবে না। এখন ওকে অপারেশনের টেবিলে নিয়ে যেতে হবে।" তবে তাই করতে হবে।

সেখানে নিয়ে গিয়ে, যেগুলো সেপ্টিক হয়ে গেছে, সেগুলো বাদ দিয়ে দিতে হবে। বাদ দিয়ে পরিষ্কার করে ওকে সুস্থ করতে হবে। অস্ত্র চালাতে হবে। অস্ত্র চালিয়ে ওকে সুস্থ করতে হবে। রোগীকে সুস্থ করার জন্য অস্ত্র চালানো কি খুন? বল?

—না, বাবা।

—আইচ্ছা (আচ্ছা), সেই অস্ত্র খুনের জন্য নয়। তোমাদের যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলি, তোমরা মনে করতে পারো, অনেকে তোমাদের বুঝাবে, 'তোমাদের বাবা, তোমাদের পরমপিতা বুঝি বিপ্লব করতে চান? রাজনীতি করতে চান?'

তোমরা বলবে, 'মোটেই না।'

তোমাদের বাবা হাতে অস্ত্র নেন, চিকিৎসার জন্য; খুন করার জন্য নয়, কাউকে হত্যা করার জন্য নয়। যেখানে দেখবো ব্যাধি, যেখানে দেখবো ক্লেদ, পঙ্কিলতা, সেখানে নিশ্চয়ই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আজকে মনে কর, তোমাকে যদি কেউ খুন করতে আসে; আজকে মনে কর, তোমার ছেলেকে, মেয়েকে তোমার স্ত্রীকে, তোমার বাপকে যদি কেউ খুন করতে আসে, সেখানে কি তুমি চন্দন বাটতে বসবে? তাদের কি ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করবে? 'আপনারা ডাকাত, আপনারা আসছেন। আপনাদের ফুল বেলপাতা দিয়া পূজা করি,' একথা কি বলবে? করবে পূজা?

—না (সকলে সমস্বরে)।

—তাকে কি করবে? তাকে উপযুক্ত সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে তো?

—হ্যাঁ (সকলে সমস্বরে)।

—কারণ তখন তুমি মৃত্যুর সাথে লড়াই করতাছ। তোমার বাপকে মারতাছে; স্ত্রী, পুত্র, মা ও নিজেকে যারা হত্যা করতে আসছে ঘরে, তখন কি আর ফুল বেলপাতা দিলে চলবে? দেখতে হবে ঘরে কি আছে? দা থাক, কুড়াল থাক, খন্তা থাক, 'দে বসাইয়া'। এটাই স্বাভাবিক। সেটা তো অপরাধ নয়। বুঝতে পেরেছ? তার জন্যই তো দেখা যাচ্ছে, সরকারও আমাদের বন্দুক দেয়। বন্দুকের লাইসেন্স দেয় না? সেই শত্রুকে হত্যা করার জন্যই তো দেয়। আত্মরক্ষা করার জন্যই তো দেয়।

তাহলে? আত্মরক্ষাকল্পে যদি আমরা আজ সবাই একত্রিত হয়ে, এক সুরের বন্ধনে থেকে, মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম 'রাম নারায়ণ রাম' এই মহা অস্ত্র নিয়ে, সমস্ত খুনীদের, অসুরদের, মজুতদারদের বিরুদ্ধে, ভেজালদানকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ি, যদি আমরা তার মোকাবিলা করতে যাই, তবে কি অপরাধ হবে?

—না, বাবা। (সকলে সমস্বরে)

আজকের বাংলা ভারতবর্ষের বুকে অনেক দুর্নীতিকারী, শয়তান দুর্নীতির বাসা বেঁধে ফেলেছে, জান? চারিদিকে দুর্নীতির বাসা হয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। ভারতবর্ষে শয়তান আর রাখা হবে না। শয়তান রাখতে না দিলেই তাদের বাসাগুলো ভেঙে দিতে হবে। এটাই ধর্মের নিয়ম। সুতরাং সেই প্রস্তুতি যদি নিতে হয়, কে নেবে? বাপ তার সন্তানদের বলবে তো? সেই সন্তানেরা বাপের কথামতন তো চলবে? তাহলে, তোমাদের কাছে কোনদিন আমি দক্ষিণা চেয়েছি? এত দীক্ষা দিচ্ছি, কেউ কি আমকে দক্ষিণা দেয়? দক্ষিণা চেয়েছি কারও কাছে? তাহলে, দক্ষিণা তোমরা আমাকে দেবে না? দক্ষিণা আমি চাই না। তবে চাইলে কিছু তো দেবে আমাকে? তাহলে যদি আমাকে দক্ষিণা দাও, সেইমতো তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

আমার অর্থেরও দরকার নাই, বস্ত্রেরও দরকার নাই। বাংলা, ভারতবর্ষের বুকে যতগুলি শয়তান আছে, আমার লক্ষ লক্ষ কোটি সন্তান নিয়ে, এই সমস্ত শয়তানদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য যদি আমরা মাঠে নামি, আমার বালবাচ্চা নিয়ে একত্র হয়ে, তখন যদি তোমাদের আমি বলি,

তোমরা আসবে তো?

—হ্যাঁ, আসবো (সকলে সমস্বরে)।

—এইটাই আমার দক্ষিণা। আর কিছু চাই না। তোমরা যদি আমার আদেশ মতন চলো, আদেশ পালন করো, এরচেয়ে বড় দক্ষিণা আর কিচ্ছু নেই। আজকে দেশের পরিস্থিতি কি দাঁড়িয়েছে, জান? মানুষকে মানুষ ঠকাচ্ছে; মানুষকে মানুষ মাথায় বাড়ি দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জব্দ করার কত পথ করছে। কত অপমান, কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে আমাকে। শুধু আমাকে বলে কথা নয়, সবাইকেই করছে। সেই বাচ্চা বয়স থেকে আমার বিরুদ্ধে লাগছে। নানাভাবে আমাকে বিব্রত করার চেষ্টা করছে। মেয়েলোকের কেস, ডাকাতির কেস, ছিনতাইয়ের কেস একটা একটা কইরা (করে) আমার বিরুদ্ধে সব দিয়েছে। বড় হচ্ছি, আর বড় বড় কেস দিচ্ছে।

বাচ্চা ছিলাম। তখন ঘুমন্ত অবস্থায় নৌকা ফুটো করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঘরে ৬/৭ হাত লম্বা সাপ ছেড়ে দিয়েছে। এইভাবে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে, বুঝলে? নানাভাবে আমাকে বিব্রত করেছে। কারা এমন করেছে? যারা সমাজে সাধু হিসাবে পরিচিত। এক শ্রেণীর সাধু সম্প্রদায়— বাবাজী, ব্রহ্মচারী, গদানন্দজী, সদানন্দজী। এই আনন্দ, মহানন্দরাই আমাকে বেশী বিব্রত করেছে। ওরাই বেশী আমার বিরুদ্ধে গিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তো আমি যাইনি। তাদের সম্বন্ধে তো আমি কিছু বলিনি। তারা আমাকে বিব্রত করেছে বেশী। আমি সোজাসুজি সবার কাছে, আমার যা বলার বলেছি, বলে যাচ্ছি। আমি কাউকে ঠকাতে ভালবাসি না।

আমার সন্তান, তার যদি ফাঁড়া দেখি, আমি সোজাসুজি বলবো। তাকে কি বলবো, ''তোকে যজ্ঞ করতে হবে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। এতটাকা খরচ করবো। তুই দে। আমি শান্তি করি।'' তা আমি করতে যাব কেন? আমার সন্তানের যদি আমি অমঙ্গল দেখি, আমার মনে মনেই আমি সেটা দূর করার চেষ্টা করবো। সন্তানের থেকে টাকা নিয়ে আমি তার মঙ্গল কামনা করবো? একি কখনও হয়? আজ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে। টাকা নিয়ে যজ্ঞ করছে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করছে। এদের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে। এখানকার তথাকথিত সংস্কারগত ধর্মে এটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বেশী।

আর **তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক দিলের বিনিময়ে। তোমাদের সাথে আমার অর্থের সম্পর্ক নেই। তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক, বাপ-বেটার সম্পর্কই রয়েছে।** দরকার হলে কয়েকখান (মার) দেব। তোমার টাকা তুমি পোলারে (ছেলেকে) দিবা, বৌরে দিবা, মায়েরে দিবা; আর আমার যদি টাকার প্রয়োজন হয়, আমি তোমার পকেট থিকা (থেকে) টেনে নিতে পারবো না?

—হ্যাঁ।

—তবে? দরকার হলে, আমি জোর করে নিয়ে নেব। আমি তোমার বাবা। আমি মরে গেলে তোমাদের অশৌচ হবে। আমার জোর থাকবে না কেন? সেই টাকা আমি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে নেব? যজ্ঞ করে নেব? আর শনি-রাহুর নাম করে নেব? জিহ্বা কেটে ফেলে দেওয়া হবে। ঐরকম হাত কেটে ফেলে দেওয়া হবে। আমার সাথে আমার সন্তানদের সম্পর্ক, প্রাণের সম্পর্ক। তাদের আপদে বিপদে সর্বাবস্থায়, আমি তাদের সাথে

আছি। তাদের সুখে-শান্তিতে আমি আছি। তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়ে, আমি তাদের সাথে মিশে থাকি। কিন্তু সেখানে ধর্মের নামে যারা ব্যবসা করবে সমাজে, মনে রেখো তোমরা, যারাই ধর্মের নামে ব্যবসা করবে, আর ধর্মের নামে ভয় দেখাবে তোমাদের, তাদের কাছে তোমরা যাবে না। যেই ভয় দেখাবে, তার কাছ থেকে সরে থাকবে। এটা মনে রেখো।

যদি কেউ ভয় দেখায় তোমাদের, 'এই করতে হবে।' 'এই হবে', 'সেই হবে', তোমরা কিচ্ছু ভয় পাবে না। বাবা তো তোমাদের বলেই দিয়েছেন। ধর্মের নামে ভয় যে দেখাবে, সেই হ'ল শয়তান। তাকেই পুরোপুরি শয়তান ভাববে। ধর্মের নামে কোন চাঁদা নেই। ধর্মের নামে কোন মুষ্টিভিক্ষা নেই। ধর্মের নামে কোন কিচ্ছু নেই। ব্যাস্, মনে রেখো। **তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক হচ্ছে, পবিত্র সম্পর্ক। তোমরা আমার পেটের বাচ্চা। এইটাই মধুর সম্পর্ক। সেখানে তার চেয়ে বেশী আর বলার কি আছে? তাই পেটের বাচ্চা হিসাবেই, বাবা হিসাবেই, সন্তান হিসাবেই, তোমাদের সাথে আমার মধুর সম্পর্ক।** তোমাদের লাগামটা রইল আমার হাতে। লাগাম কাকে বলে, জানো তো? ঘোড়ার লাগামটা থাকে, আর একখান হাতে কি থাকে?

—চাবুক।

—লাগামটা আমার হাতে রাখবো। আর এদিক ওদিক করবা তো, ঠাটাইয়া (ঠাটিয়ে) ঠাটাইয়া মারবো, দেখবা। গোলমাল করো তো দেখবা, বাপের হাতের মাইর (মার) খেতেই হবে, উপায় নাই। অন্য কিচ্ছু চলবে না। **দীক্ষা নেওয়ার অর্থই হ'ল, জন্ম হয়েছে। জন্ম যখন হয়েছে, তখন আর**

কেরামতি চলবে না, বাপের লগে। কোনরকম তর্ক বিতর্ক চলবে না। বাবা যা বলবে, একেবারে নিখুঁতভাবে ঘড়ির কাঁটা ধইরা (ধরে), সেটা শুনতে হবে। এই হইল বাপ-বেটার সম্পর্ক, দীক্ষার সম্পর্ক। সেখানে আর অন্য কোন সম্পর্ক চলবে না। অন্য কোন কথা চলবে না। আদেশ, আদেশ। বাবা যদি বলেন, 'যা বেটা, গঙ্গায় ঝাঁপ দে।' ঝাঁপ দিতে হবে। যদি বলেন যে, 'সমাজের শয়তানদের পরিষ্কার করতে হবে।' পরিষ্কার করতে হবে।

তোমরা কারও কানকথার (শোনা কথার) ওপরে নির্ভর করে চলবে না। কেউ যদি বলে, 'বাবা এই কথা বলেছেন।' সেই কথার ওপরে চলবে না। আমি যেদিন আদেশ করবো, সেদিন সবাইকে জানিয়েই করবো। গোপনে বাবা আদেশ করবেন না। বাবা তো রাজনীতি করতে চাইতেছেন না। বাবা গদীও চান না। তবে রাজনীতি করবেন কেন? গদী চাইলে তো রাজনীতি। পরিষ্কার কথা, মনে রেখো। চাই বিপ্লব, সশস্ত্র বিপ্লব। তাই তোমরা বল, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক (সকলে সমবেত কণ্ঠে)।

—কর্মই ধর্ম।

—কর্মই ধর্ম (সকলে সমবেত কণ্ঠে)।

রাম নারায়ণ রাম। এই হ'ল তোমাদের গান। **বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজে আনবে পরিবর্ত্তন। বিপ্লব চলছে শরীরের ভিতরে। ভিতরে ভিতরে ভীষণ বিপ্লব চলছে। সমস্ত রোগ-জীবাণু যাচ্ছে ভিতরে, আর যুদ্ধ চলছে। ভিতরে যুদ্ধ, বাইরে যুদ্ধ আর আমরা করবো যুদ্ধ।**

শয়তানরা যা খুশী করে যাবে ভারতবর্ষের বুকে, আমার বালবাচ্চা (শিষ্য সন্তান) নিয়ে কি আমি বইসা বইসা (বসে বসে) জমিদারী করবো? এই ৩/৪ কোটি সন্তান করলাম কি জমিদারীর জন্য? এই শয়তানগুলিরে কিভাবে পিটাইতে (পিটাতে) হয়, তার জন্য। যারা খুনী, তাদের শায়েস্তা করার জন্য, তাদের বিষদাঁতগুলি ভেঙে দেবার জন্য এই ব্যবস্থা করছি। তারা মনে করছে, অনেক শত্রুরা মনে করছে, কেউ তো কিছু করে না। কেউ তো কিছুতে যায় না।

—হ্যাঁ, যায় না ঠিকই। এত আছে বলেই আমি যাই না। যেদিন যাব, সেদিন একবারেই সব পরিষ্কার কইরা (করে) দেব। ৪ কোটি লোক ক্ষেপিয়ে দিলে, উপায় আছে? এই ৪ কোটির মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রোগী, শিশু—সবই আছে। তাই ১ কোটি মানুষ বাদ দেব। বাকী ৩ কোটির হাতে যদি লাঠি থাকে, ৩ কোটির হাতে যদি ইটের চাকা থাকে, তবে ইটের চাকাগুলি এক জায়গায় রাখলে পাহাড় হয়ে যাবে।

আর কিছুর দরকার নাই। **তোমাদের হাতে ১টা কইরা লাঠি যদি থাকে, তবে ঐ লাঠির বাড়ি (আঘাত) খাইয়া, সব বেটা পালাবে। কোন চিন্তা নাই। এটা ন্যায়সঙ্গত।** আমরা তো মারামারি করতে যাইতাছি না। আমরা অযথা যুদ্ধ করতে যাই না। অযথা খুন করতে চাই না। তোমাদের যে এইভাবে আক্কেল দিয়ে যাচ্ছে, জব্দ করছে; তোমাদের খাওয়া পরায় যারা অভাব সৃষ্টি করছে, তাদেরে শায়েস্তা করার জন্য ধর্মই করবে সেই কাজ। ধর্মের নিয়মই হলো, বাঁচিয়ে রাখা। আর আজকের ভারতবর্ষে যে ধর্ম চলছে, তাতে রয়েছে শোষণ, শোষণ। এই ধর্ম চলতে পারে না। এখানে হচ্ছে শোষণ-নীতির ধর্ম। এই মঠ

মন্দির মসজিদে— সবেতে, শোষণনীতি চলছে। দল পোষা আর সম্প্রদায় পোষা— সেখানে চলছে পোষণনীতি। আমরা সেই পোষণনীতি চাই না।

আমরা চাই, ভারতবর্ষের মা বোন সবাই যাতে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারে; তার ব্যবস্থার জন্য আমরা সবাই একত্রিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঐ সমস্ত দানবগুলোকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করতে চাই। এইটাই হইল ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ। আগে মুক্তি করো, মুক্তির ব্যবস্থা করো, তবে তো মুক্ত হবে। বুঝতে পেরেছ তোমরা? আগে নিজেকে সেইভাবে তৈরী করো।

জপ, জপতো দিয়েছি তোমাদের। জপে কি করবে? জপে ভিতর শুদ্ধ করবে, পবিত্র করবে। দেবতা তো তোমরা দেখই নাই। দেবতা দেখনের ঠেকাটা কি তোমাগো? কোন দেবতা তোমাদের আগে দেখনের দরকার নাই। বাপ আগে দেখ। আগে দেবতা দেখনের কোন দরকার নাই। আগে বাপরে চেন। তারপর দেবতা দেইখো। বাপ যখন দেবতা ধইরা আনতে পারবো, তখন দেবতা দেখাইব তোমাগো, আগে বাপ চেন। বাপের লগে মূলাকাৎ করো। বাপে কি বলে, আগে শোন। দেবতা সম্বন্ধে বাপ কি বলে, মন দিয়ে শোন। বাপ তোমাকে বিকৃত কথা বলবে না। ফাঁকি দিয়ে কখনও বাপ তোমাদের ঘুরাবে না। বাপ যা বলবে, খাঁটি কথা বলবে।

বাপ যদি বলে, 'ভগবান নাই', সেদিন মনে করবে, 'ভগবান নাই'। যেদিন বাপ বলবে, 'ভগবান আছে', সেদিন মনে করবে, 'ভগবান আছে।' বাপ অযথা তোমাদের কাছে কোন উক্তি করবে না। বাপের কথার উপরে তোমরা চলবে।

আর কোন কথা নাই। সেইজন্যই পরমপিতা। পরমপিতা bluff দেয় না। পরমপিতা তোমাদের ফাঁকি দেয় না। অন্য অন্য বেশীরভাগ সাধু সন্ন্যাসীরা টাকা এবং সুনাম অর্জনের জন্য ফাঁকি দেয়।

আমি তোমাদের কাছে ভগবান সাজতে আসিনি। তোমাদের কাছে অবতার সাজতে আসিনি। যদিও আমি ৫ বছরের বাচ্চা বয়স থেকে দীক্ষা দিচ্ছি। তাও তোমাদের জানাচ্ছি নিজের মুখে। সারা ভারতবর্ষে পৃথিবীর বুকে, ইতিহাসের পাতায়, খুঁজে বার করো তো, ৫ বছর বয়স থেকে কে দীক্ষা দিয়েছেন? এও তোমাদের আমি জানালাম। এটা আমার অহঙ্কারের কথা নয়। এটা প্রাণেরই কথা। তোমাদের জানার কথা। তোমরা জেনে নিও তো? ৫ থেকে ৭ বছর বয়সে কে দীক্ষা দিতে শুরু করেছে? কোন্ ধর্মের পাতায় আছে? তোমাদের এই বাপ এতটুকু বয়স থেকে দীক্ষা দিচ্ছেন। এটা গল্প কথা নয়। মাষ্টার মশায়রা এখনও জীবিত আছে। যারা দীক্ষা নিয়েছ, এটা তোমাদের জানা প্রয়োজন। আমার মুখ দিয়েই সেটা তোমরা শুনে নিলে।

অনেকে বলবে তো, ঠাকুর নিজের মুখে বললেন?

—হ্যাঁ, ঠাকুর নিজের মুখেই বললেন। ঠাকুর অহঙ্কারী নন। তোমাদের শোনা প্রয়োজন, জানার প্রয়োজন। আচ্ছা, আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

পেট যদি ভরা থাকে, খাদ্যের অভাব যদি না থাকে; তখন ঠাকুমার কাছে গল্প শোনা যায়।

বেহালা, পর্ণশ্রী কলোনী
৬ই এপ্রিল, ১৯৭৮

এই দুই তিন দিনে ১১/১২টা মীটিং করতে হয়েছে। প্রায় ৭/৮ হাজার দীক্ষা নিয়েছে। কথা বলার অবস্থা নয়। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মীটিং করার মতো গলার অবস্থা নয়। গলার অবস্থা খুব খারাপ।

আজ সমাজে যা চলছে, ধর্ম শুধু মুখেই আছে। প্রকৃত ধর্ম বলতে যা বুঝি, আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে কোনদিক থেকে তা দেখা যায় না। **ধর্মের নামে আমরা শুধু ভাবছি, ভাবছি আর মানুষকে ঠকাচ্ছি। ভারতবর্ষে এত সাধু গুরু যে, আর বলার কিছু নেই। ধর্মের নামে বেশীরভাগই ঠকাচ্ছে।** আমাদের দেশে অনেকেই ধর্মের পথে আছে। কিন্তু ধর্ম যে কি বস্তু একটা, এইটাই অনেকে জানে না। এইভাবে যদি ধর্ম চলে, তবে আর বেশীদিন নয়, সব মাটির তলে তলিয়ে যাবে। বেশীরভাগ সাধুগুরুরা মানে আমরাই সাধুগুরু সেজে বসে আছি যারা, আমরা হচ্ছি পরগাছা। এই পরগাছাগুলিরে ছাঁটাই না করলে আর উপায় নাই। ধর্মের নামে মানুষের সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে পয়সা রোজগার করছি। একেবারে রস নিংড়িয়ে খাচ্ছি। এই পরগাছাগুলি কেমন জান? গাছের উপরে গাছ। ঐ ব্যাটা (বড় গাছটা) কত কষ্ট কইরা (করে) রস টাইনা (টেনে) খায়। আর

এইটা (পরগাছা) বইসা বইসা (বসে বসে) তার উপরে টেক্কা মারে। এই হইল আমাদের গুরুগিরি। এমুন (এমন) গুরুগিরি কইরা (করে) চলছি আমরা।

এই সমাজে অনেক গুরুর হাজার শিষ্য, অনুগত ভক্ত আছে। কেমনে (কেমন করে) কার উপরে কে টেক্কা মারবো, কার উপরে কাঁঠাল ভেঙে খাব, এই হ'ল আমাদের ব্যবসা। এই গুরুগিরির ব্যবসা যতদিন এই সমাজে থাকবে, ততদিন এই সমাজের কোন উন্নতি হবে না। তাই যারা সমাজের বুকে বসে বসে রস নিংড়িয়ে খাচ্ছে, সেই সমস্ত পরগাছাগুলোকে একেবারে দা দিয়ে কেটে ছাঁটাই করে দিতে হবে। তা না হলে আর উপায় নাই, উপায় নাই। বেশীরভাগ সাধুগুরুরা আজ পরগাছা হয়ে তোমাদের সামনে এগিয়ে আসছে। এইসব পরগাছা সমাজের কি অবস্থা করতেছে (করছে) শোন।

'ধর্ম' বলতে কি বুঝি আমরা? বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত তথাকথিত সংস্কারগত ধর্মের নামে চোখ বুঁজে একেবারে উল্টে পড়ি আমরা। আর এমন চেহারা দেখাই যে, ভগবান পাইছি (পেয়েছি) কি, ভগবানের বাপেরেও পেয়েছি। বোঝ কি অবস্থা। আমরা কি করতে না পারি। ভগবান তো পেয়েই গেছি। ভগবানের বাবাও যদি থাইকা (থেকে) থাকে, সেইটাও এসে পড়ছে। এই হইল আমরা; আর আমাদের ভগবান। এই দেশের বেশীরভাগ সাধু গুরু মহান, মানে আমরা যারা আছি, আমরা ভগবানরে পাইছি। তারপরে যদি আরও কিছু থাকে, তাও আমাদের হয়ে গেছে। এইসব গুরুর ভক্তরা রোজই আসে।

—বাবা, আমাদের উপায়? ভগবান পাবো?

—এ বেটা, তোর তো হবে না।

—কেন হবে না, বাবা?

—তোর কাম আছে, ক্রোধ আছে, লোভ আছে।

—তাইলে কি করে হবে?

—তুই কাম ত্যাগ করতে পেরেছিস্?

—না বাবা, কাম ত্যাগ করতে পারি নাই। 'ও' (ভক্ত) মনে মনে চিন্তা করতাছে (করছে), 'ঠিকই তো কাম ত্যাগ করতে পারি নাই। কি করে ভগবান আসবে?'

হইয়া গেল। গুরু এমন একখান বৈড়ার চাল দিয়া দিল, ঐ বেটায় (শিষ্য) মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গেল গিয়া; 'কামও ত্যাগ করতে পারবো না, ভগবানও পাবো না।'

আরেকজন (শিষ্য) আইছে (এসেছে)। সে বলছে, 'বাবা, আমার তো মন চঞ্চল, মন বিক্ষিপ্ত। আমার কি উপায় হবে?'

—আরে বেটা, তোর? তুই আরেকজন্মে গো হত্যা করেছিস। এই জন্মে মহাপাতকী তুই। তোর সর্বনাশ হবে। এর প্রতিকারার্থে তোকে এক বিরাট যজ্ঞ করতে হবে।

—এ্যাঁ? আমি গো হত্যা করেছি আরেকজন্মে?

—হ্যাঁ। এইজন্য এই জন্মে এত ছিদ্যৎ তোর।

—আমায় কি করতে হবে, বাবা?

—বিরাট করে যজ্ঞ কর।

যজ্ঞে প্রায় ৮/১০ হাজার নামাইয়া (নামিয়ে) দিল গুরুমশায়। আর ওরে (শিষ্যকে) করলো কি? একটা ছাইয়ের

ফোঁটা শিষ্যের কপালে দিয়ে বললো, 'নে বেটা, তোর আরেক জন্মের গো-হত্যার পাপ কেটে গেল।' বোল হরি বোল। তারপরেই 'টেম্পো ডাক রে। মালগুলি লইয়া যা।' হইয়া (হয়ে) গেল গুরুর কাম।

দেখ, এইসব গুরুরা কিরকমভাবে আমাদের দেশে সর্বনাশ করছে সমাজটার। এইভাবে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, যাগযজ্ঞ, পূজা-পার্বনের নামে কতগুলো so called সাধুগুরু বসে বসে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আর কিভাবে টাকা রোজগার করবে, তার ফন্দী আঁটছে। আমার এই কথায় অনেকের লাগবে মনে। আমিও পড়ছি তার মধ্যে। আমি তো বাদ দিতাছি (দিচ্ছি) না আমারে। সুতরাং তোমরা দুঃখ পাও, আরও দুঃখ পাও। আরও কপালে দুঃখ পাওয়া উচিত তোমাদের। কারণ এতবড় ফোঁড়া বগলে লইয়া (নিয়ে) থাকতে কেউ পারবে না। ঐটা পাইকা (পেকে) গেছে গিয়া। ঐটার পিকগুলি (পূঁজগুলি) বার করে দিতে হবে। তা না হলে চলবে না। আজকের সমাজে এইটাই হইল বড় ফোঁড়া। এটা পেকে গেছে। এইটা বেশীদিন থাকলে আরও সেপ্টিক হইয়া (হয়ে) যাবে। তখন তোমাদের কপালে অনেক ছিদ্যৎ।

আমি নিজে কিছু বলছি না। আমি যা বলছি, যা বহন কইরা (করে) আনছি, বোঝাই কইরা আনছি মাথায়, তাই বাহক হিসাবে আমি তোমাদের কাছে ফেলে দিচ্ছি। আমি কি? আমিও তো সেই গুরুর পর্যায়ে পড়ছি। আমাকে তো আমার শিষ্যদের গুলি করে মারা উচিত, এরকম কাজ করলে। **আমি হাজার হাজার সভায় বলেছি, 'দ্যাখ বেটা, আমি যদি পরগাছা হয়ে কোনদিন গুরুগিরি করি, সঙ্গে সঙ্গে আমারে গুলি করবি,**

বেটা। তাহলে বুঝুম (বুঝবো) উপযুক্ত ছেলে আমার। এই গুরুগিরি করে যদি তোদের থেকে পয়সা রোজগার করি, হোম করে, যজ্ঞ করে, পূজা করে যদি করি কিছু, তাইলে আমারে গুলি করবি। নাইলে (না হলে) আমার ছেলে না।'

টাকা তো আমারও দরকার। ফন্দী-ফান্দি বাইর কইরা (বের করে) আমি রোজ ২৫/৩০ হাজার টাকা রোজগার করতে পারি। ফন্দী হইল একটাই। ঘুম থিকা উইঠা (থেকে উঠে) একজনরে বলুম (বলবো), ''তোর শনি। তোরে শনিতে ধরছে। তর (তোর) আর উপায় নাই।'' সে হাত জোড় কইরা আইসা বলবে, ''বাবা উপায়?''

আমি— উপায় আছে। শনি তাড়াবার পথ আছে। এই আধমণ সোনা দিয়া একটা শিব গড়াতে হবে। বোঝ, আধমণ সোনা দিয়া শিব। তার সঙ্গে সঙ্গে যাগ-যজ্ঞ, খাট, পালঙ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি বাসনপত্রে অনেক। তারপরেই আরেকজনরে বলুম, ''তোরে রাহুতে ধরেছে রে। রাহু— কারে লইয়া বাইর হইয়া যায়, ঠিক নাই।'' বুঝলা?

সে ভয়ে ভয়ে বলবে, ''বাবা, রাহু? আমার উপায়?'' আমি— হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাহুর ব্যবস্থা আছে। রাহু তাড়ানোর ব্যবস্থা আছে।

এই রাহু আর শনি— এই দুইটারে যদি ঠিক রাখতে পারি আমি, এই দুইটারে শুধু তাড়ামু (তাড়াবো) আর আনুম (আনবো)। খালি ঢুকাইয়া (ঢুকিয়ে) দিমু (দেব) শনি, রাহু আর তাড়ামু। এই যদি হয় আমার ব্যবসা; এই দুইটা দিয়া যদি শুরু করতে পারি, তাইলে দেখবে, আর টাকার অভাব হবে না।

অনেক টাকা অনেককে দিতে পারবো। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা; একেবারে দেখবা, ইস্কুল, কলেজ, হাসপাতাল— কত করতে পারবো। ৩০/৪০ হাজার টাকা তো কিছুই না। কত তুমি চাও। এক ধারসে শুধু কইরা দিয়া যাব। কিন্তু কথা হইল, এইরকম ঠগবাজীর খেলা খেললে তো চলবে না। এইরকম ঠগবাজীর খেলা যদি সমাজে চলতে থাকে, তবে দা হাতে নিয়ে চলতে হবে ঐ পরগাছাগুলিরে ছাঁটাই করে দেবার জন্য। তাই তোমাদের কাছে এই কথাই বলতে এসেছি যে, আমার সভা রাজনীতির সভা নয়। আমার সভা ধর্মসভা যদি বলি, এই ধরণের ধর্মের সভা আমার নয়। এই লক্ষ্মীনারায়ণের কথা, এগুলি পরের কথা। স্বর্গমর্ত্যের কথা, এইগুলি পরের কথা। আমার ধর্মের কথা হইল, লাঠি ঠেঙ্গার কথা। অনেক ধর্মের কথা তোমরা শুনবা। কত পাঁচালীর কথা আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের কথা আছে। কত ধর্মের কথা আছে। কত বিরহের কথা আছে। রাধাকৃষ্ণের কথা আছে। আছে আছে বহুৎ কথা আছে। আমার এইসব কথায় চলবে না। ঐগুলি ঝুলনায় (থলিতে) রেখে দিয়েছি। **পেট যদি ভরা থাকে, খাদ্যের অভাব যদি না থাকে; তখন ঠাকুমার কাছে গল্প শোনা যায়।**

কিন্তু আজকের সমাজে এত অভাব। সেখানে অভাব দূর করার জন্য কোন্ ধর্ম? বেদ বলছেন (বেদমন্ত্র...), লাঠি ধর্ম একটা আছে। তোমাদের দেবতারা লাঠির ধর্মই খুব বড় ধর্ম, মনে করেছেন। এই লাঠি দিয়ে সব অসুর বেটাদের পিটাইছেন (পিটিয়েছেন)। এই ঢাল তরোয়াল, ত্রিশূল সব ভগবান, দেবতাদের হাতে। কও দেখি, কি কারবার। দেবতাদের হাতে ঢাল, তরোয়াল, ত্রিশূল। দুর্গার দশ হাতে দশ অস্ত্র। অসুর

মারতে মারতে আসছেন। মা কালী কাপড়-চোপড় ছাইড়া (ছেড়ে) বলছেন, ফুলের মালা নিমু না (নেব না)। তিনি মুণ্ডমালা লইয়া আইছেন (এসেছেন)। এ্যাঁ, এমুন (এমন) বেটীর বেটী। আর তোমরা কেমন মাইয়ালোক (মেয়েলোক)? দুর্বা হাতে, বেলপাতা হাতে বইসা (বসে) আছ। এটা করলে চলবে না। এমন মায়ের মা, এমন মাতা, তাঁর খড়্গাতে রক্ত, জিহ্বায় রক্ত, তারপরে গলায় রক্ত। হাতে মুণ্ড; গলায় মুণ্ড, বাপ্‌রে বাপ— দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এ্যাঁ, একি খেলা দেখাবার জন্য? না, নাচ দেখাবার জন্য? আরে, মা কালী আছে বা নাই, সে তো পরের কথা। সে বিষয়টাতো তোমরা দেখতে পাওনি। তার ছবিটা আর মাটির মূর্ত্তি ছাড়া দেখতে পাওনি। আর এখানকার সাধুগুরুরা তোমাদের দেখাইতেও (দেখাতেও) পারে নাই। সুতরাং তাঁরা যেইখানে আছে, থাকে, থাকুক। সেই নিয়া আমি আলাপ করতে চাই না। কিন্তু কথা হইল, যে ঘটনাটা আমরা পূজা করছি, এই কার্ত্তিক মাসে, এই দীপান্বিতায়, এই অমাবস্যায় আমরা পূজা করতাছি মা কালীরে। এইরকম কইরা লইয়া আইতাছি (আসছি)। কত আলোকসজ্জা, প্যান্ডেল, কালী মাইকি জয়— এক্কেবারে হৈ হল্লা কারবার। কিন্তু কারবার তো দেখতেছি (দেখছি)।

সেই মা কালী তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। বেদের শিক্ষায় তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। বেদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মা কালী সবাইকে জানাচ্ছেন, ''হে সন্তানগণ, দেশের সন্তান, তোমরা প্রত্যেকেই এই মাটির অধিকার নিয়ে জন্মেছ। এই অধিকার থেকে যারা তোমাদের বঞ্চিত করছে, যেই হোক, যারা তোমাদের বঞ্চিত করছে, খাওয়া থেকে, পরা থেকে, শিক্ষা থেকে, সর্ব বিষয়বস্তু

থেকে— সেইসব অসুরদের, শয়তানদের আমার কাছে বলি দাও। নিরীহ ছাগকে বলি দিও না। শত্রু বলি দেওয়ার প্রথা আছে, আমার কাছে। এই কাঠগড়াতে আমি তাদের রক্ত দেখতে চাই। এই বলি এইখানে দেবে। ফুলের মালা, ফুল বেলপাতা আমার কাছে আনবে না।'' মা কালী বলছেন, ''যত দুষ্কৃতকারীদের মুণ্ড আছে, সেইগুলি আমার গলায় পরিয়ে দেবে। তখন বুঝবো তোমরা আমার উপযুক্ত ছেলে।''

সুতরাং এই সমাজের বুকে মা বোনেদের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নিচ্ছে, যারা সঞ্চয় করে স্তূপাকার করছে; সেইসব অসুরদের, শোষণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। বেদের কথায় শুষে নেয় যারা, শোষণ করে যারা, তারাই হ'ল অসুর। তাহলে 'সঞ্চয় করে যারা,' এখানকার রাজনীতির লোকেরা বলেন, 'মজুত করে যারা,' মিল আছে অনেকটা, না? আর বেদের কথায় 'অসুর, যারা শুষে নেয়,' এরা বলেন, 'শোষণকারী।' মিল আছে। বেদে হাজার হাজার যুগ আগে থেকেই এই কথা বলে আসছে। ''তাদেরে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এদের বিরুদ্ধে লাগতে হবে।''

রাজনীতির কথা আমি বলছি না। বেদের যুগে সমাজে দেব দেবীরা ঢাল, তরোয়াল বেছে নিয়েছেন। তোমরা হাতে অস্ত্র ধর, ত্রিশূল ধর এবং নিজহাতে নিজে সশস্ত্র বিপ্লব কর। তিনি নিজের হাতের অস্ত্র তোমাদের হাতে দিয়ে বলছেন, ''তোমরা সেইভাবে নিজ হাতে বিপ্লব করবে। সেইভাবে তোমরা পথে পথে ঘাটে মাঠে সশস্ত্র বিপ্লব করবে।'' এখানকার (রাজনীতির) লোকেরা বলে না, 'অনেকে মিলে সশস্ত্র বিপ্লব কর,'— এটা বেদের কথা। বৈরাগীর কথা নয়। বৈরাগ্যের কথা নয়।

শিব বলেছেন, সমাজে যারা অভাব সৃষ্টি করবে, সেইসব শয়তানদের সম্পর্কে কোন কথা নাই। যেইভাবে পার, তোমরা তার বিহিত কর,ব্যবস্থা কর। সব সন্তানরা এক হয়ে যাও এবং হাতে লাঠি ধর। সেইভাবেই বলছে, তোমরা সশস্ত্র বিপ্লব করো। সশস্ত্র বিপ্লবে নাম। আবার বলছে, খুন তোমাদের ধর্ম নয়। কিন্তু এই সমাজে খুন করার জন্য এগিয়ে আসছে যারা, তাদেরে তোমরা খুন করবে। তাতে কোন অপরাধ নাই। আক্রমণকারীদের আক্রমণ করো। এটাই ধর্ম। — বেদের কথা। আমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) বাহক মাত্র, প্রচারক মাত্র। আমি দেশদ্রোহীর কথা বলি না, রাজনীতির কথা বলি না। গদীর দিকে তাকিয়ে কথা বলি না।

আমি বলি, বেদ কি বলছে? এখানকার দেবতারা কি বলছেন? মা কালী কি বলছেন? মা দুর্গা কি বলছেন? আর শিব তোমাদের কি বলছেন? হাতে একটা ত্রিশূল নিয়ে নাচ দেখাবার জন্য শিব আইছেন? এ্যাঁ? হরগৌরী? হরগৌরীর নাচ দেখাবার জন্য ত্রিশূলটা হাতে নিয়েছেন? ট্যাং ট্যাং কইরা (করে) বাজাইল আর নাচ দেখাইল? নাচ দেখাবার জন্য ত্রিশূল নয়। এই ত্রিশূল হচ্ছে তোমাদের সমাজের শয়তানদের দমন করার জন্য। সেইভাবে তোমাদের প্রস্তুত থাকার জন্য শিব বারবার করে বলছেন, ''খুন তোমাদের ধর্ম নয়। খুন করার তোমাদের প্রয়োজন নাই। খুন তোমরা চাও না। কিন্তু আক্রমণকারী যারা, আক্রমণ করতে যদি আসে, সেখানে তোমরা আক্রমণ করবে। তাতে কি হবে, না হবে, তা বলা যায় না।'' আজকের সমাজে বহু আক্রমণকারী আক্রমণ করে চলেছে।

সমাজ আজ ব্যথায় মুহ্যমান। সেখানে শয়তান ঢুকছে, অসুর ঢুকছে, জানো? আমাদের নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এই নিঃশেষের হাত থেকে যদি মুক্তি পেতে চাও, দলে দলে সব এগিয়ে আসো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, **বাংলা ভারতবর্ষের লোক বিপ্লব জানলো না। তারা শুধু মুখে মুখে বিপ্লবের বুলি আওড়ায়, আর শূন্যে ঘুসি মারে।** শূন্যে ঘুসি মারে। এই হইল আমরা ব্যাটা। এই ঘুসি শূন্যে মারলে চলবে না। হাজার হাজার দেশের সন্তানদের উদ্দেশ্যে শিব বলেছেন, ''তোমরা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এগিয়ে চলো। দেশের দুর্দিন যারা সৃষ্টি করছে, দুর্মূল্য যারা সৃষ্টি করছে, সেইসব শয়তানদের গলা টিপে ধরো। কেন তারা এই সমস্ত শয়তানি করছে?''

বেদের প্রথম কথাই হল, অনাহারে কেউ থাকতে পারবে না এক মুহূর্ত্তও। অভাবের দায়ে কেউ মরতে পারবে না। এটাই বেদের ধর্মের প্রথম কথা। দেখ, ধর্মের প্রথম কথাই হ'ল, অনাহারে কেউ থাকতে পারবে না অভাবের দায়ে। আর আজকের সমাজে ধর্মের প্রথম কথাই হ'ল, অনাহারে না খেয়ে মরবে। এটাই এখানকার ধর্মের প্রথম কথা। ঠিক কি না, বলো? রাস্তায়, ঘাটে, ফুটপাথে কুকুরে, মানুষে একসঙ্গে খাচ্ছে। একত্র হয়ে সব চলছে মৃত্যুর পথে, অভাবের দায়ে। আজকে শিক্ষায় দীক্ষায় সমান অধিকার সবার নাই। **ধর্মে আছে, তোমার সন্তান, কৃষকের সন্তান, হরিজনের সন্তান আর লক্ষপতি, কোটিপতির সন্তান— সবার এক আসন থাকবে। সেই আসনের ব্যবধান থাকতে পারবে না।** ঐরকম শোষকগোষ্ঠী, ধনীগোষ্ঠীর হেফাজতে তারা আমাদের দাবিয়ে রাখবে, এরকম চলতে দেওয়া হবে না। দিনের পর দিন কিছুসংখ্যক ধনীগোষ্ঠী আমাদের উপরে কুঠার

মেরে মেরে, আমাদের নিষ্পেষিত করে, নির্যাতন করে চলছে। সেই সমস্ত ধনীগোষ্ঠীকে যেইভাবেই হোক, অপসারিত করতে হবে— ধর্মের কথা। খুন আমরা চাই না। কিন্তু এইভাবে দিনের পর দিন আমাদের ছেলেপুলেরা অনাহারে, অনাশ্রয়ে থাকবে, তাতো হতে পারে না।

আমি তো গ্রামে গ্রামে ঘুরি। হাজার হাজার সন্তানদের সুখ দুঃখের বার্তা নিই। তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। না খেয়ে পরে আছে সব, ধুলায় গড়াচ্ছে। আর কলকাতা শহরে যাও। বড় বড় স্কুলে হাজার হাজার গাড়ী লাইন দিয়ে আছে। এরা কারা? কে? তোমার আমার কেউ নয়। চিন্তা করে দেখো, একশ্রেণীর ব্যক্তিরাই এই সুযোগটা নিচ্ছে আর এই মেওয়াটার মধুটা পান করছে। এদিকে বাকীগুলো আমরা, তার ঢেউ পোহাচ্ছি।

তাই ধর্মে বলছে, এই ব্যবধান যতদিন থাকবে, দেশের স্বাধীনতা, দেশের সর্বদিকে সবকিছু হারিয়ে যাবে। কেউ একভাবে একচ্ছত্র রাজত্ব করতে পারবে না। এভাবে চললে দুঃখের ভিতর দিয়েই একশ্রেণীর মানুষের জীবন কাটবে। আজ তাই হচ্ছে। **আমাদের দেশের নেতারা বেশীরভাগ এই রাজনীতিই করছে। দেশের নীতি কেউ করছে না। দেশের নীতি, দেশগত প্রাণ হয়ে যে কাজ, সেইটুকুনু কোথায়? 'আমার দলের ক্ষতি যখন তুমি করছো, সুতরাং দেশের ক্ষতি করেও, তোমার ক্ষতি আমি করবো', এটাই হ'ল আজকের দলের নীতি।** কিরকম লোক আমরা, চিন্তা করে দেখ। আমার দলের যখন ক্ষতি হয়ে গেল, তোমার ক্ষতি করার জন্য যেইভাবে পারি, দেশের সম্পদ নষ্ট করেও যদি তোমারে হেয় করতে

পারি, সেই ব্যবস্থাই আমার ব্যবস্থা। এই হইল আমাদের দেশপ্রীতি। সুতরাং এইরকম দেশপ্রীতি আমাদের দরকার নাই। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে রাজনীতি, এখানকার ধর্মনীতি ভুলে গিয়ে, আমরা চাই সেই মহাকাশের মহানীতি, যেই নীতির উপরে সমাজ সংসার চলছে। এইভাবে সেই সেবাই আমরা করতে চাই।

দানবের হাত থেকে যদি রক্ষা পেতে চাও, সমাজকে রক্ষা করতে চাও, তবে ঐ দানবগোষ্ঠীর পিছনে আমাদের লাগতে হবে, যেইভাবেই পারো। এ অদ্ভুত জায়গা, অদ্ভুত দেশ। এই কথা, আমি ১১/১২ বছর বয়সে বলেছি। তারজন্য এক সম্প্রদায় থেকে আমার ঘরে সাড়ে ছয় হাত/সাত হাত লম্বা সাপ ছেড়ে দিয়েছে। কেন আমি সাধুগুরুদের সম্বন্ধে বলছি? কেন আমি ধর্মের নামে তাদের ব্যবসার কথা বলছি? কেন আমি তাদের ব্যবসার হানি করছি? 'পরগাছা হয়ে ব্যবসা করছো, গুরুগিরি করে জমিদারী হাঁকিয়ে বসছো,'বলবো না? আজকাল এখানকার বেশীরভাগ গুরুরা তো জমিদার সেজে বসছে, জমিদারী হাঁকিয়ে বসছে। আশ্রমের পর আশ্রম হাঁকাচ্ছে। আর কি তাদের পোষাক, কি তাদের সব ব্যবস্থা, বাপ্‌রে বাপ। জমিদারীর পর জমিদারী হাঁকাচ্ছে। আমিও তো করতে পারি এগুলো। তাহলে শুধু অধর্ম আর ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে হবে, ধর্মের নামে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই সমস্ত গুরুরা যদি সমাজে থাকে, এরা শুধু দল আর সম্প্রদায়, নিজেদের ভুঁড়ি বাড়াবার ব্যবস্থা, আর বসে বসে এই দেশের সর্বনাশের চিন্তাই করে আসছে। এরা দেশের কোন কাজ করছে না। কোনদিক থেকেই নয়, অপকার ছাড়া। আমরা এরকম গুরু চাই না। কোন

দরকার নাই। যেই দেশে সাধু, গুরু নাই, সেই দেশের লোক বেঁচে আছে না? আর যত ভগবান কি রিফ্যুজি হইয়া আমাদের দেশে আসছে? এই কি অন্যায় কথা।

তীর্থে, মন্দিরে যাও দেখিনি। যত ভগবান, অবতার রিফ্যুজির মতো আসছে সব। আমাগো (আমাদের) দরকার নাই ঐসব দেবতা, ভগবানের। আমাদের বাঁচতে দাও। মা, বোনদের বাঁচতে দাও। আমাদের স্বাধীন চিন্তা করতে দাও। ঐ সমস্ত সাধু, গুরুদের প্রভাবে আমাদের স্বচ্ছ সুন্দর চিন্তার মধ্যে কুসংস্কার ঢুকে যাচ্ছে এবং দল, সম্প্রদায় বেড়ে যাচ্ছে। এক গুরুর শিষ্য, আরেক গুরুর শিষ্যের সঙ্গে ঝগড়া করছে। বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ। এক ব্যবসায়ী আরেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যেমন করে, ঠিক সেরকম। তুমি অমুক গুরুর শিষ্য, আমি অমুক গুরুর শিষ্য, "আহ, দেখাইয়া দিমুনে (এস, দেখিয়ে দেব)।" চলছে খেলা। এই হইল এই দেশের খেলা। এত হিংসা, এত রাগ, এত মেজাজ— এই সমস্ত এই দেশে চলছে। আমরা এসবের মধ্যে যাবো না।

আমি গুরুগিরি করতে এখানে আসি নাই। আমি ভগবান সাজতে আসি নাই। এই সমস্ত করতে আমি যাবো না। আমার ভগবান সাজার কোন দরকার নাই। গুরুগিরি করার কোন দরকার নাই। আমি লাঠি নেব। আমার ১ কোটি ১২ লক্ষ শিষ্য আছে। ৫০ লক্ষ শিষ্যকে মাঠে নামাচ্ছি লাঠি দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে এবং নামাচ্ছি গোপনে নয়। সবাইকে জানিয়ে, সরকার মহলকে জানিয়ে শয়তান পিটাবো, আর কিছু নয়। এই সমস্ত শয়তান, যারা আছে সমাজের বুকে, যারা ধর্মের নামে ব্যবসা করে সহজ সরল জনগণকে বিভ্রান্ত করছে, তারা উপযুক্ত প্রমাণ না দিতে

পারলে, তাদের শায়েস্তা করবো। আমার ঐ ৫০ লক্ষ সন্তানকে শয়তানদের রক্ত দেখবার জন্য পাঠাবো। শয়তানদের রক্ত আগে দেখবো, তারপরে হবে অন্য কথা। তা না হলে চলবে না। যাইহোক, ভুলত্রুটি হতে পারে আমার, তবু নামি তো। নেমে একটা চেষ্টা করে দেখি না, কি হয়। কেউ তো নামছে না। সব টুল টেবিলে চা খায়, আর বড় বড় কথা বলে। নেমে দেখি, মারামারি করি, ফাটাফাটি করি, কাটাকাটি করি, লাঠালাঠি করি। তারপরে দেখা যাক, কে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দেশদ্রোহী আমি নই। আমি রাজনীতি করি না। গদীর দিকে তাকাবো না। আমি বাঁচতে চাই, বাঁচাতে চাই। সমাজের বুকে এইরকমভাবে ভেজাল, দুর্মূল্য, দুর্নীতির সৃষ্টি করেছে যারা; এইভাবে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে যারা হস্তক্ষেপ করেছে, ঐ সমস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করবোই করবো। এর মধ্যে কোন কথা নাই। যা করবো, সরকারকে জানিয়েই করবো। সরকার আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবে কি না? দেশবাসীর এই দুরবস্থা দূর করার ব্যবস্থা করতে পারবে কি না? জিজ্ঞাসা করবো। দেশবাসীকে জিজ্ঞাসা করবো। তারপরে মাঠে নামবো।

কত arrest করবে? কাকে arrest করবে? কে arrest করবে? যে আমাদের পিছনে লাগবে, তাকেই বুঝবো, সে দেশদ্রোহী। তাকেই আমরা বলবো, দেশদ্রোহী। তখনই বুঝবো, সে দেশদ্রোহী। সে দেশের ভাল চায় না, দল চায়। আমরা দেশ চাই। জাতির উন্নতি করতে চাই। ভুলত্রুটি হলে সংশোধনের জন্য আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের সংশোধন করুক, আমরা সেইভাবে চলবো। আমরা কাজ

করতে চাই দল বাড়াবার জন্য নয়; নাম ফাটাবার জন্য নয়। আমরা চাই দেশবাসীকে দানবের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কাজ করতে।

আজকে যাঁর রক্ত আমি বহন করে নিয়ে আসছি, সেই গৌরাঙ্গদেবের আমি হলাম, শেষ রক্ত। সেই রক্তের অমর্যাদা করতে আমি রাজী নই। পরিষ্কার কথা। এই রক্তের মর্যাদা আমি রক্ষা করবো। দিনের পর দিন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই মাঠে, এই ঘাটে, এই বাজারে, এই দেশে নির্যাতিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে দ্বারে দ্বারে নাম বিতরণ করে গেছেন। তাঁর রক্ত— জানি আমাকেও অপমানিত হতে হবে। এই রক্তের মর্যাদা রক্ষা করে, সেই আদর্শকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমি বিপ্লবের ডাক দেব, পরিষ্কার কথা। আমি চাই সেইভাবে তোমাদের নিয়ে কাজ করতে। অনেক অপমান, অনেক অপবাদ, C.I.A.-র Agent থেকে শুরু করে অনেক কিছু নিয়েছি, অনেক কথা নিয়েছি। ঐ সমস্ত বাঁদরামি কথাতে চলবে না। ঐসব বাঁদররাই বলে। আমি C.I.A.-র Agent, হ্যানের Agent, ত্যানের Agent, অনেক কথা। ঐসব কথায় চলবে না। পরিষ্কার কথা।

আমি ঘাটে মাঠে নাববো। ঘাটে মাঠের কাজ করবো। এরমধ্যে আর অন্য কথা নাই। **আমি সমস্ত পুলিশ মহল, সরকার মহল, সকলকে বলেছি, আমি Challenge করছি, অযথা কোন বদনাম দেবে না। চুলকিয়ে ঘা করবে না। যা বলবে, সত্য কথা বলবে। অযথা কোন কেস টেস চাপিয়ে দেবে না। তাহলে কিন্তু ভাল হবে না।** আমরা যদি মরি, লইয়াই (নিয়েই) মরবো। আর মরবো যখন, তোমাদেরও

ছাড়বো না। ইচ্ছামতন কেস দিয়া তোমরা পার পাইয়া যাইবা (পেয়ে যাবে), আর আমি লালবাজার আর কংসবাজার করবো, তা হবে না। আর তুমি বইসা বইসা (বসে বসে) দেখবা, এই দেখা আর চলবে না। এইবার একেবারে খেলা দেখাইয়া ছাইড়া (দেখিয়ে ছেড়ে) দেব। বহুৎ পুলিশে অত্যাচার করেছে আমাদের উপরে। দিনের পর দিন অত্যাচার কইরা (করে) গেছে। সহ্য করে গেছি। কিচ্ছু বলি নাই। আবার যদি অত্যাচার করতে আসে, কাউকে ছাড়বো না।

আরে সেদিন কাগজে লিখছে, সুখচরের সাধু উস্কানি দিচ্ছে। সবাই আমার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত, 'বাবা, কারে উস্কানি দিচ্ছ?' আমি তো কিছু বলতে পারছি না। সুখচরের সাধু। আরো তো সাধু থাকতে পারে। আমাকে না বললে, আমি কি বলবো? ঠাকুরঘরে কে? 'আমি তো কলা খাই না।' আমি তো কিছু বলতে পারছি না। এগিয়ে যেতে পারছি না। আশ্রম করি না। কে যেন ইচ্ছা কইরা (করে) একখান দিয়া দিছে।

খুচরা ঝগড়া বালক ব্রহ্মচারী করে না। উস্কানি দিয়া, পুস্কানি দিয়া, এইসমস্ত খুচরা ঝগড়া বালক ব্রহ্মচারী করে না। সে যা করবে, বলে কয়ে করবে। কাজ করবে সে, বলে কয়ে। ঐ সব উস্কানি ফুস্কানি আমি দেই না। বোঝা কি কইরা আমারে জব্দ করবে, শুধু তার চেষ্টা। জব্দ তো চিরকালই করছে। মেয়ে লোকের কেস, ডাকাতির কেস, ছিনতাইয়ের কেস, যা আছে কেস, একধার থিকা (থেকে) দিয়া গেছে।

একদিকে বেদপ্রচার, আরেক দিকে সুভাষ বোস— এই দুই Issue-তে আমাকে কম জব্দ করেছে? কম জব্দ হতে হয়েছে? বাড়ীতে সাড়ে তিনশো আর্ম্ড্ পুলিশ গিয়ে উপস্থিত

হয়েছে। কম করেছে? হাজার হাজার নকশালের ছেলে আমার কাছে আসছে। ভাল ভাল ছেলে আসছে। তারা বলছে, ''বাবা, তুমি কাজ করো। আমরা আছি।''

আমি বললাম, ''বাবা, কোন পার্টি হিসাবে আমি নাই।'' সব পার্টির লোক আমার কাছে আসে। কংগ্রেস আসে, C.P.I.M. আসে, C.P.I. আসে— সব পার্টির লোক, আমার কাছে আসে। যে যে পার্টি করে, করুক। কোন পার্টি ভাঙিয়ে কাউকে আমার কাছে আনবো না। আমি বলেছি, ''তোমরা যে যার পার্টি করে যাও, আমি সেখানে বাধা দিতে যাব না। আমার কাজের সময়, দরকারের সময় তোমাদের পেলেই হয়।'' এক বাবার পাঁচ পোলা (ছেলে) পাঁচ পার্টিতে থাকে। তারা কি বাপ ডাকা ভুইলা (ভুলে) যাইব (যাবে)? না বলবে, ''আমরা পাঁচ পার্টিতে থাকি, বাপ ডাকুম (ডাকবো) না।''

তোমাদের বাবা কইতাছে (বলছে), ''তোমরা যার যার পার্টিতে যা ইচ্ছা তাই কর।'' হাজার হাজার লোক বিভিন্ন পার্টিতে কাজ করছে। আমি বলেছি, ''কর তোমরা। আমি বাধা দেব না। আমার ডাকের সময় তোমাদের পাইলেই (পেলেই) হয়। ব্যাস্।'' আমি তো বাধা দেই না। আরও বলেছি, ''তোমাদের গোপন কথা আমাকে বলবে না। বাড়ীর কাউকে জানাবে না। যার যার secrecy maintain করবা।'' সেই উপদেশ মতো তারা কাজ করছে। আমি সেই ব্যক্তি নয় যে, পার্টি ভাঙিয়ে ছেলে আনবো। কিন্তু হাজার হাজার ছেলে আসছে। তাদের হাতে রিভলবার; অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে। এ কি লাইসেন্স ছাড়া রিভলবার নিয়ে এসেছে? ভিড়ের মধ্যে গোপনে পায়ে রিভলবার ছোঁয়াইয়া ছোঁয়াইয়া গেছে গিয়া। আমি দেখিই

নাই, কে কি। কিন্তু আমি তাদের সাবধান করে দিয়েছি। তাতে যে ভাল কাজ করছি, তাতো কেউ বলে না। আমি তাদের সামাল দিয়ে যাচ্ছি। কত হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে আমি সমাজে সুন্দরভাবে গড়িয়ে তুলছি। সেদিকটাতো কেউ দেখে না। খালি আমার কাছে নকশালের ছেলেরা আসছে আর যাচ্ছে, সেটাই দেখে। তারা যে পরিবর্ত্তন হচ্ছে, সেটা তো দেখে না। তাও তো ছেলেরা খাটে, পরিশ্রম করে। তাদের একটা রীতিনীতি আছে। তারা তো খাটছে। খাটবে না কেন? ক্যাডার্স্‌রা খুব খাটে। আমরা যদি বইসা বইসা (বসে বসে) খালি প্যাঁচ কসি, তাইলে কি করে হবে? ক্যাডার্স্‌রা ভাল কর্মী। খুব ভাল খাটে। সবরকম ছেলেই আসছে।

যাইহোক, বেদের যুগে সমাজকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে গড়ে তুলেছিল, জান? কোনদিকে কোন অভাব নাই, কিচ্ছু নাই। খাওয়ায় পরায়, দুধে ঘিয়ে, সবাই ভাল আছে। কি অদ্ভুত, কি সুন্দর যে করে ফেললো। আরে বনের থিকা (থেকে) বাঘ, ভালুক, গরু, মোষ পর্যন্ত আইয়া (এসে) খাইতে শুরু করছে। বোঝ, কি সুন্দর সমাজ তখন গড়ে তুলেছিল। তারপরেই আস্তে আস্তে এই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। সব দিকেই শেষ। বুঝলে?

তারপর সেইসময়ে সেইযুগে বেদজ্ঞ যাঁরা, বেদের উপরে যাঁদের দখল আছে, তাঁদের কাছে সন্তানরা গিয়ে বললো, ''বাবা, আমরা সমাজকে সুন্দরভাবে ঢেলে সাজিয়েছি। ধনী-গরীব এক করে ফেলেছি। হরিজন থেকে শুরু করে সবাই এক পাতে খাচ্ছে। এক জায়গায় বিবাহ হচ্ছে। এক সুরে সবাই আছে। সবাই এক জাতি হয়ে গেছে। ঝগড়া-বিবাদ কোনরকম

কোন কিচ্ছু নেই। কি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠেছে। বাবা, আমরা জানতে চাই, এরপরে আমরা এখন কি করবো? আমাদের কাজ দিতে হবে। আমরা লাঠি ঠেঙ্গা, অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করে বাইরের শত্রুদের দমন করেছি। আবার ভালবেসে যখন যেভাবে পারি, ভিতরের শত্রুকে দমন করেছি। সুতরাং বাইর ভিতর আমরা এক করার ব্যবস্থা করেছি। কোন কিছু বলার নেই। খুন আমরা চাই না। রাজনীতি আমরা করবো না। আমরা চাই মীমাংসার নীতি। আমরা চাই, আমাদের আক্রমণ যারা করবে, তাদের আমরা আক্রমণ করবো। সুতরাং আজকের এই সমাজ শিক্ষায় দীক্ষায় সর্বদিকে উন্নত। দেশের সমস্ত শিশুরা, সন্তানরা সবাই সবরকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। তাই সবাই বড় হচ্ছে। প্রত্যেকে অদ্ভুত অদ্ভুত রকম বড় হয়ে উঠছে। এরপরে আমাদের আরও কাজ দাও।''

তখন বেদজ্ঞরা বললেন, তোমাদের কাজ দিচ্ছি। কিসের কাজ? ঐ মহাকাশ হতে আমরা কি দেখছি? ঐ মহাকাশে অগণিত চন্দ্র, সূর্য রয়েছে, গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে। এরা কিভাবে কর্ম করে যাচ্ছে? এরা কোন্ প্রেরণায় কাজ করছে? কার প্রেরণায় কাজ করছে?

তখন বেদজ্ঞদের মধ্যে যিনি head (কর্ত্তা), তিনি বললেন, ''এই যে অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্র এবং চন্দ্র, সূর্য— তারা কি করছে জান? তারা হচ্ছে মহাকর্মী। তারা কর্মের প্রেরণায়, মহাকাশের প্রেরণায় কাজ করে যাচ্ছে। তারা এক বিরাট সুরের সাধনায় সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সুরে জাতি নেই। সর্বদেশে সেই সুর গ্রহণ করবে।''

কিন্তু দেখ, **আমাদের হিন্দু ধর্মকে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে**

না। আবার অন্য ধর্ম তোমরা গ্রহণ করছো না। তারজন্য হিন্দু মুসলমান ঠিকই আছে, বিবাদ লেগেই আছে। এক জায়গায় খাচ্ছ ঠিকই। কিন্তু আমরা মারামারি করে খাই। পিটাপিটি কইরা আমরা বাস করছি এক জায়গায়।

আরে বেটা, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, যাই হোক, এক রক্তের তো সব। সেইটা ভুলে গেছে। তাই ধর্ম হচ্ছে এক। সেটা কিসের ধর্ম? সেটা হচ্ছে একটা সুরের ধর্ম। বাংলাদেশে পুঁতলে এই গাছ হয়। চায়নায় পুঁতলেও এই গাছ হয়। যেই দেশে পোঁত, সেই দেশে পুঁতলেই গাছটা হয়। এই গাছটা তো কোন বিশেষ দেশের নয়।

একটা ছেলেকে চায়নার (চীন) মেয়ের সাথে বিবাহ দিলে বাচ্চা হয়। আবার চায়নার মেয়েকে বাংলাদেশের যে কোন জায়গার ছেলের সাথে বিবাহ দিলে বাচ্চা হয়। জাতিতে তো আটকালো না। বুঝতাম, জাতিতে যদি আটকাতো। এই দেশের ছেলেকে নিগ্রো মেয়ের সাথে বিবাদ দিলে যদি বাচ্চা না হতো, তাহলে বুঝতাম, ধর্মে আটকাইছে। ধর্মে তো আটকাচ্ছে না। প্রকৃতির নীতিতে, বিশ্বের নীতিতে তো ঠিকই হয়ে যাচ্ছে। ছেলেপেলেও হচ্ছে, ঘরও করছে। এই নীতিতে তো আটকাচ্ছে না। বিশ্বের নীতিতে যদি না আটকায়, তবে বিভেদ কোথায়? সবদেশের ছেলেমেয়ের সাথে সবদেশের ছেলেমেয়ের যদি বিবাহ হয়, তবে ছেলেমেয়ে, ঘর-সংসার ঠিকই হয়ে যাচ্ছে। সেইটাই হইল সুর। সেই সুরে তো কোন গোলমাল নাই। বাংলাদেশের ছেলে আর চায়নার মেয়ে, সুরের সাথে তো কোন গোলমাল নাই। গোলমাল হচ্ছে, এই কথাবার্ত্তার সুরে গোলমাল। এক দেশের ছেলে, আরেক দেশের মেয়ের কথায়

গোলমাল। কিন্তু বাচ্চা হওয়ার সময়, হইয়া গেছে গিয়া। নইলে, বেটা বাঙালীর বাচ্চা, চায়নার মেয়ে— বাচ্চা হইল কি কইরা (করে)? আবার মুসলমানের আল্লা-ল্লা-ল্লা—মেয়ে, আর হিন্দুর ছেলে, হে ভগবান— বাচ্চা হবার সময়, খোদা আর ভগবানের বাচ্চা হইয়া গেছে গিয়া। আটকাইল (আটকালো) তো না। আবার এদিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানের Riot লাইগা (লেগে) গেল গিয়া। Riot কি? না, 'আমার ধর্ম— আমি পূবে।' 'আমার ধর্মে আমি পশ্চিমে।' হ্যাঁ, 'তুমি পূবে সাধনা করো। আমি পশ্চিমে সাধনা করবো।' যা বেটা, লাগলো ঝগড়া। কিন্তু বাচ্চা হবার সময়, হইয়া গেল গিয়া। সুরটাতো ঠিক। আমি সুরে থাকবো। ঐ সমস্ত কথা বার্ত্তায় চলবে না। ঐগুলি হইল নাড়িঙ্গী ধর্ম। এইখানকার গুরুরা বেশীরভাগ গদী বড় করার জন্য, দলভারী করার জন্য এই সমস্ত নাড়িঙ্গী, ছাড়িঙ্গী করছে। প্রকৃত ধর্মে কোন বিবাদের সুর থাকবে না।

ধর্ম হবে কোন্‌টা? কোন ধর্মে যদি ছেলেপিলে হওয়া আট্‌কাতো, সমস্ত কিছু আট্‌কাতো, তাহলে বুঝতাম যে, 'হ্যাঁ, আটকাইছে।' আমি যখন আসামে ঢুকলাম, বাংলা থেকে আসামে যাচ্ছিলাম মীটিং করতে। যেই আসামে ঢুকবো, একটা বাঁশ উঠাইয়া দিল, 'এই আসাম।' কি করে বুঝলে, আসাম? ঐ বাঁশটা উঠাইয়া দিয়া বুঝাইয়া দিল, 'এই বাংলা', 'এই আসাম।' আসাম, বাংলা বুঝাইয়া দিল, ঐ বাঁশ।

হ্যাঁ, তোমাদের দেশ যেরকম, এই বাঁশ দিয়াই বুঝাইয়া দিবা। বাঁশ ছাড়া আর কিছু নাই। মাটি তো একটাই, রাস্তা একটাই। সব পুলিশ বইসা (বসে) রইছে, আ-সা-ম। হ্যাঁ, ঐ বাঁশ। বুঝলা? আমাগো (আমাদের) দেশের জাতিতো ঐরকমই।

এই ধরণের, সব জায়গায় বাঁশ। হগল (সমস্ত) জায়গায় বাঁশ দিয়া রাখছে। দফায় দফায় বাঁশ। সুতরাং এইরকম দেশে বসবাস করা বড় সাংঘাতিক।

আমরা চাই সুরের সাধনা। সুরটা আবার শুধু মানুষের জন্য নয়। একেবারে জীবজগতের সবার একটা সুর। কি অদ্ভুত দেখ, সেই সুরটা মাছেও আছে, সাপেও আছে। তারপরে গাছ-গাছড়া, নদী, খাল-বিল, মাটি থেকে শুরু করে সর্বত্রই রয়েছে এই বিশ্বের সুর। এই সুরের মাধ্যমে অনন্ত সৃষ্টিকার্য চলছে। বেদের যুগে যিনি Head, যিনি কর্তা ছিলেন, তিনি সেই সুরটাকে সাধনা করতে বলেছেন।

প্রধান বললেন, (বেদমন্ত্র...) এই বিশ্বসৃষ্টির একটাই কথা, একটাই সুর। তা-ধিন্-ধিন্-না, ধা-ধিন্-ধিন্-না— এই একটা কথা। তোমাদের জীবজগতের অগণিত জীবজন্তু, জানোয়ার; সবার ভিতরে রয়েছে এক Rhythm, এক স্পন্দন রয়েছে। সেই স্পন্দনটা কোথায়? ধপ্ ধপাস্, ধপ্ ধপাস্। এই heart চলছে, তোমাদের ভিতরে। এই বেটা, কি বিরাট কর্মী, জান তো? কখন যে কার ভিতরে বইসা যাইব গিয়া (বসে যাবে গিয়ে)। এই বেটা (Heart) যদি Strike করে, তবে তো হইয়াই গেল। এই যে তোমরা Strike কর মাঝে মাঝে, এ (Heart) যদি strike করে, তবে তো সাংঘাতিক অবস্থা। এইটা কিরকম জান? এইটা কিরকম বলো তো? জাহাজে ইঞ্জিনটা চলে না? ধপাস্ ধপাস্, ধস্ ধস্, ধপাস্ ধপাস্, ধস্ ধস্— এই চলছে। এই যে Rhythm-টা, এই যে স্পন্দনটা, এই যে হার্টের ধপ্ ধপ্ ধপ্— তাতে কি হচ্ছে? সমস্ত রক্তটা চলছে— ক্যাটাক্যাট্ ক্যাটাক্যাট্— চলছে। এই যে চলছে, এটা কোথাকার স্পন্দন? কোথাকার

স্পন্দনের মাধ্যমে এটা চলছে? ঐ যে সূর্য, তার যে তেজ। তোমাদের ভিতরে ৯৬°/৯৭°/৯৮° আছে তো? ঐ সূর্যের ভিতরেও আছে সব গলিত পদার্থ। ধপাস্ ধপাস্, হুস্ হুস্, এই সবসময় চলছে। তার যে Vibration, তার যে Rhythm, তার যে স্পন্দন, তার যে নাড়ীর গতি, তোমাদের ভিতরে এসে ঢেউয়ের বাড়ি (আঘাত) খাচ্ছে। কত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মাইল দূর থেকে এসে আঘাত করছে। জাহাজ তো চলে যায়। ঢেউয়ের বাড়ি তো তোমরা খাও। ঐ বাড়িটা (আঘাতটা) এখানে চলছে। এরকম লক্ষ, কয়েক লক্ষ পৃথিবী ঐখানে গোল আলুর মতো সিদ্ধ করতে পার। গোল আলু সিদ্ধ দাও না? ঐরকম পৃথিবীটা সিদ্ধ দিতে পার। এতবড় সূর্য। বিরাট ব্যাপার। ঐ সূর্যের মধ্যে এক বিরাট কারখানা। সেই কারখানাতে ঐ যে চলছে, লোহা গলার মতন সব। ঐখানে সমুদ্রটাই হচ্ছে সব ঐ লোহা গলা। তার মাঝে ধস্ ধস্— এইরকমই চলছে। তার যে Rhythm, তার যে বাড়িটা, ধাক্কাটা সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে আইসা (এসে) টক্ টক্, টক্ টক্ বাড়ি খাচ্ছে। ঐটা যদি বন্ধ হইয়া যায়, একবারেই সব বন্ধ। এই বাড়ি খাচ্ছে ধপাস্ ধপাস্। এই মাপমতো আস্তে আস্তে বাড়ি খাচ্ছে ধপাস্ ধপাস্। আরও আস্তে খ্যাট্ খ্যাট্ খ্যাটাখ্যাট্... চলছে নাড়ীর গতি। আর এইভাবেই চলছে প্রতিটি জীবের মাঝে। এতে কি বুঝিয়ে দিচ্ছে? এইটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, একটা বিরাট সুর, একটা সুরধ্বনির ধ্বনি এই ধমনীতে, রক্তের শিরায় উপশিরায় আপনগতিতে বয়ে চলেছে। রক্ত কিভাবে চলছে, জানো? কত ছোট ছোট শিরা উপশিরা আছে। সব জায়গায় একেবারে আপনমনে চলছে। কোন বিরাম নাই। কি সুন্দর সাজানো। একটা ফোঁটা (রক্ত) আসে; তারপরে আরেকটা আইসা (এসে)

পড়ে। আগে পড়লেই সর্বনাশ। কি সুন্দর সাজানো এই দেহবীণাযন্ত্র। এই দেহের সবকিছু এত সুসজ্জিত, এত মনোরম, এত অপূর্বভাবে বাঁধা এবং গাঁথা যে, চিন্তা করলে শুধু আশ্চর্যই হতে হয়।

ঐ প্রধান বেদজ্ঞ যিনি, তিনি তাঁর সব ভক্ত অনুরাগীদের এবং দেশবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এই দেহবীণাযন্ত্রের শিরা উপশিরায়, ধমনীতে ধমনীতে যেই মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত,বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার রয়েছে, তোমরা তারই সাধনা কর এবং তার ভিতরে সেই তার বাজাও। সপ্ত তারের সুর তো তোমরা শোন। অজস্র, অগণিত তার শিরায় উপশিরায়। সব একই সুরে স্পন্দিত হবে, ধ্বনিত হবে; নাদের সুরে সুর দেবে। সেই সুরের সাথে, সুরধ্বনির ধ্বনির সাথে তোমরা যুক্ত হও। দেখবে, কি অপূর্ব তার ভাব, অপূর্ব স্বাদ, অপূর্ব ধারা। কোথাকার কথা, কোথাকার রেকর্ডে শুনতে পাচ্ছ না? খ্যাচ্ খ্যাচ্ খ্যাচ্...সব উঠে যাচ্ছে। আর এতবড় রেডিও যন্ত্রটা (দেহবীণাযন্ত্র), মহাকাশের মহা সুর, মহা বার্তা, এর ভিতরে রয়েছে সব সাধা ও গাঁথা। শুধু সুরের সাধনায় নিজেকে এর ভিতরে তন্ময় করো। আকাশগত প্রাণ হয়ে আকাশের সুরে নিজেকে নিমজ্জিত করো। সেই তন্ময় করার জন্য দিলেন মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। এই রাম, নারায়ণ মানুষ হিসাবে নয়; মহাকাশের মহানাম আঁকা ছিল আজ্ঞাচক্রের সুরে। তোমরা সেই নামে, সেই সুরে তন্ময় হয়ে যাও। আজ এই থাক। বল, রাম নারায়ণ রাম। কর্মই ধর্ম, বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

প্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে সকলে যেন তোমাদের স্মরণ করে যে, সন্তান দল বিপ্লব করেছে এবং তারই দৃষ্টান্ত স্থাপনে তোমরা আজ উপযুক্ত হয়েছে। এটাই আজ তোমাদের ডিগ্রী দিলাম।

সুখচরধাম
১১ই মার্চ, ১৯৭৯

আজকে দেখা গেল যে, শিকার ধরার জন্য যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমার সন্তানদের ঠিক সেইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি হয়ে গেছে। আজ তোমরা মাঠে নামার উপযুক্ত হয়েছ। এটা আজ বলে দিলাম।

এই যে হাজার হাজার সন্তানকে দীক্ষা দিয়ে চলেছি, দীক্ষা দিয়ে দক্ষিণা তো আমি সবসময় পাই না। মানে, অর্থ, বস্ত্র কোনটাই আমি নিই না। আমার কাছে দীক্ষা নিতে দিল (মন) দক্ষিণাই যথেষ্ট। কিন্তু তোমাদের কাছে একটা বিরাট দক্ষিণা আমার পাওনা রইল। সেই দক্ষিণা তোমাদের প্রত্যেককে দিতে হবে। সেই দক্ষিণা হল, আজ সমাজকে পাপমুক্ত করতে হবে। সমাজকে দানবের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। বল, সেই দক্ষিণা তোমরা আমাকে দেবে?

—হ্যাঁ, দেব (সকলে সমস্বরে চিৎকার করে)।

—আর একটা কথা মনে রাখবে। আজ আদেশ করার আগে তার আনুষঙ্গিকগুলো তোমাদের জেনে রাখা উচিত।

একটা কথা মনে রাখবে, আমরা যখন যে কাজ করবো, যখন যেভাবে চলার নির্দেশ আসবে, সেই নির্দেশের মধ্যে যে যেইভাবে যেই প্রস্তুতি নিয়ে যে শিকলে বাঁধা আছ, শিকল থেকে যেন কেউ কারও ছাড়া না হও। এইটুকুনু মনের মাঝে খুব পোক্ত করে নেবে। পোক্ত হয়ে এমনভাবে থাকবে যে, জীবন শেষ হয়ে যাবে; কষ্টের চরম সীমানায় চলে যাবে। কিন্তু শিকল থেকে কেউ কখনও যেন ছিটকিয়ে না পড়।

আরেকটা কথা মনে রেখ, আমি শুধু তোমাদের বাবা নই; আমি তোমাদের মা। আমার পেটের বাচ্চা, তোমরা বল? পেটের বাচ্চা হলে, সেইভাবে তোমাদের মাকে তোমরা দেখবে, বল? আমার স্তন আমার ধরিত্রী। এই ধরাই (ধরিত্রীই) আমার স্তন। এই ধরাই আমার সব। সুতরাং এই স্তনের মর্যাদা, উদরের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে। তোমরা নিজেরা চোর থাক, ডাকাত থাক, বদ থাক— অন্যত্র থাক। সেটা আমার দেখবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তোমরা আমার কাছে আমার বাচ্চা, এইটুকুনু মনে রেখো। আর এইটুকুনু হয়ে থাকবে, বল?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। থাকবো, থাকবো (সকলে সমস্বরে)।

—ঠিক আছে, বাচ্চা।

আর একটি কথা। আজ যে রক্ত থেকে তৈরী তোমরা, সেই রক্তের মর্যাদা রক্ষা করবে, বল?

—হ্যাঁ, করবো।

—ঠিক আছে। যখন নির্দেশ দেব, সেই নির্দেশমতন তোমরা ঠিক বগ্‌গীর মতন, ট্রেনের মতন লাইনমাফিক চলবে? যা যা করণীয় করে যেতে পারবে, বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পারবো।

—শুধু ভাঙলাম না, কি করতে হবে। ঠিক রেখো মনে। জেনে রাখ, এই ভারতের বুকে, পৃথিবীর বুকে অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। 'তোমাদের মরতে হবে,' এই সত্যটা তোমরা জানো তো?

—জানি।

কেউ দুইবার মরবে না। একবারই তো মরবে? সুতরাং এইটুকুনু মনে রেখো, যে যেইভাবেই থাকো, বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে, বিশ্বাসঘাতকতাকে সমূলে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে, নিজেদের মধ্যে এমন একটি সুন্দর পরিবেশ রাখবে যে, একে অন্যের ছাড়া নয়। একে অন্যের মধ্যে যুক্ত হয়ে থাকবে। বিশ্বাসঘাতকতা যে করবে নিজেদের মধ্যে, তাকে গলা টিপে মারবে, বল?

—মারবো।

সে যেই হোক, আমি হই আর তুমি হও। সে অপরাধী, মনে রেখো। আচ্ছা।

আজ আমরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। কিভাবে? মানবিকতার দিক থেকে, সত্যের দিক থেকে, ন্যায়ের দিক থেকে আমরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। খুন করার জন্য নয়। আমরা সবাইকে আজ জানিয়ে দেব। লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়ে আমরা শাসনকর্তাদের জানিয়ে দেব যে, তাদের কার্যকলাপে আমরা যেন কোন ব্যতিক্রম না দেখি। আমরা যেন দেখি, শাসনকর্ত্তাদের সবার ওপর সমদৃষ্টি রয়েছে। যদি দলপোষা আর নীতির নামে দুর্নীতির অনুগামী হয়ে থাকা—তাদের যদি এটাই এক হয়ে শুরু হয়, তবে সেখানে তাদের ক্ষমা করা হবে না। আমরা চাই সবার ওপরে তাদের সমান

দৃষ্টি থাকুক। আমাদের ওপরেও থাকুক, সেটাই আমরা চাই।

আমরা সবার জন্য কামনা করি, শুভকামনা। আমাদের আর অন্য কিছু নেই। রাজনীতির দৃষ্টিতে আমরা তাকাচ্ছি না; বা রাজনীতির দিকে আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু সিংহ চায় রক্ত। তাদেরে ভেড়ার দলে রেখে ঘাস খাওয়ালে চলবে না। আজ আমরা যে নেশায়, যে ধারায় গড়া, যে ধাতুতে গড়া, সেই ধাতুতে কিন্তু ঐসব চলবে না।

তোমরা এতদিন যেভাবে চলছো, তোমাদের কোন আশা-আকাঙক্ষা পূরণ হয়েছে কি?

—আজ্ঞে না।

—হবে না। কোনদিন হবে না। হবে সেইদিন, যেইদিন আমার নির্দেশমতন চলবে, সেইদিনই হবে তোমাদের আশা পূরণ। সুতরাং তোমরা সেইভাবেই চলবে, সেইপথেই চলবে। দ্বিতীয় কথা, দ্বিতীয় চিন্তা, আর মনে আনবে না, বল? শুধু 'রাম নারায়ণ রাম' নাম করবে, আর কবে আসে সেই দিন, সেই দিনের অপেক্ষায় থাকবে। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে দেখে যাচ্ছি; প্রতিমুহূর্তে দিন গুনছি। হঠাৎ Time-bomb burst করবে।

চক্রান্তকারীরা যদি চক্রান্ত করে আমাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে দিনের পর দিন, আর নানা অজুহাত দিয়ে, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সন্তানদলকে যদি দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে, আমাদের ওপরে যদি torture করে, যদি raid করে, পুলিশ এসে আমাদের বাড়ীঘর যদি তছনছ করে, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব ঘরে ঘরে। তোমরা চালিয়ে যাবে। যখন যা প্রয়োজন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সুতরাং আমরা সেইভাবেই প্রস্তুতি নেব। সময় আর

নেই।

ঘরে ঘরে এই শুধু জানিয়ে দাও যে, মিথ্যা ছল-চাতুরী দ্বারা সমাজকে গড়া যায় না। নিজেদের দল-পোষণ নীতি বজায় রেখে সমাজকে গড়া যায় না। আর সবাইকে দাবিয়ে রেখে সমাজকে গড়ানো যায় না। আমাদের যদি দাবিয়ে রাখতে চায়, যেই হোক, তার হাত কেটে দেবে। দাবিয়ে রাখার নীতি চলবে না।

আমরা রাজনীতি করি না। খুন চাই না। খুন করার বুদ্ধি আমাদের নাই। কোন সরকারকে আমরা বানচাল করতে চাই না। অযথা দোষারোপ করে যদি আমাদের চটিয়ে দেয়, তাহলে তারাও আর থাকবে না না না। তোমাদের রক্তে স্নান করে, সেই অসুররা যেন সেই রক্ততেই শেষ হয়ে যায়।

ভারতবর্ষে বিপ্লব হয় নাই। বিপ্লব হয়েছে শুধু মুখে মুখে। বিপ্লব কি বস্তু, তোমরা তোমাদের দ্বারা এবার শিখিয়ে দিয়ে যেও সমাজকে। তোমরাই শিক্ষা দিও। প্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে সকলে যেন তোমাদের স্মরণ করে যে, সন্তানদল বিপ্লব করেছে এবং তারই দৃষ্টান্ত স্থাপনে তোমরা আজ উপযুক্ত হয়েছ। এটাই আজ তোমাদের ডিগ্রী দিলাম।

বাংলাদেশে দল নাই। সব দলে ছানা কাটা হয়ে গেছে, মনে রেখো। তোমরাই একটা দল, যেই দলে নড়চড় হবে না। এই দলকে কেউ ভাঙতে পারবে না। এই দল কঠিন মোড়কে গড়া। প্রেম দিয়ে যদি ভাঙতে পারে। যাক্ এখন আর অন্য কথা বলবো না। গলা ধরে গেছে। সামনে ২১ তারিখ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর মন্দিরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমাকে। সেখানে এক সাধু মহাদেবানন্দ গিরি, না শিবানন্দ গিরি, বারবার এসে

অনুরোধ করেছে আমাকে। সেখানে একবার যাব। ২১ তারিখ দক্ষিণেশ্বরে মীটিং।

যা হয়েছে, এখন হাতজোড় করে প্রণাম কর। দেরী হয়ে যাবে। সেই সকাল থেকে শুরু করেছি। দীক্ষা নেবার যদি থাকে, তাহলে তারা ক'জন থেকে যেও। যারা প্রণাম করতে পারনি স্পর্শ করে, আমি তোমাদের স্পর্শ করে দিলাম। আজ এই থাক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-

৭০ দশকের গোড়া থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রাম বাংলার মাঠে ঘাটে সর্বত্র আদিবেদের আদিসুর প্রচার করেছিলেন। তার ফলস্বরূপ গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ, তাঁর শ্রীমুখ থেকে অমৃতময় বেদতত্ত্ব শোনার জন্য, প্রতিদিন সুখচর ধামে এসে জমায়েত হতো। প্রতিদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এই হাজার হাজার মানুষের যাওয়া-আসা, কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ভাল ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা বিভিন্ন জায়গায় সন্তানদলের কর্মীদের উপর নানারকম অত্যাচার করতে থাকে।

এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছোটবেলা থেকেই এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ঘরে বিষধর সাপ ছেড়ে দেওয়া থেকে শুরু করে মাঝনদীতে ঘুমন্ত ঠাকুরের নৌকা ফুটো করে ভাসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কোন কিছু করতেই দ্বিধাবোধ করেনি। তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জব্দ করার রাস্তাটাও বিভিন্নরকম হতে থাকে। যেমন, বিধবার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার নামে মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা ইত্যাদি। এত কিছু সত্ত্বেও পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর কোন অবস্থায় বিচলিত না হয়ে, তাঁর সন্তানদের নির্দেশ দিতেন, আইন নিজেদের হাতে না নিয়ে আইনের আশ্রয় নিয়ে এর মোকাবিলা করতে। তিনি মহানামের মাধ্যমে মীটিং মিছিল করে, সন্তানদলের উদ্দেশ্য, সন্তানদল কি ও কেন, প্রভৃতি জনসাধারণকে অবগত করানোর কথা বলতেন। এই রকমই এক শোভাযাত্রার শেষে সুখচরধামে জমায়েত কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি এই ভাষণটি প্রদান করেছিলেন।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন ডট কম্

www.avinabadarshan.com

অভিনব দর্শন ডট কম্ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই Website-টি জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্বময় কর্মজীবন ও বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই Website-টি বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের অন্তর্গত ১০-১২টি সংগঠন বা কোন ট্রাষ্টের official site নয়। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে কিছু ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইদের ব্যক্তিগত কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত ও পরিবেশিত। এই Website-টি সম্পূর্ণ মুক্ত এর জন্য কোন Donation বা অনুদান গ্রহণ করা হয় না।

আমাদের দেশে হাজার হাজার বছর আগে বেদের যুগে যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ অশ্রুতপূর্ব তত্ত্ব ও তথ্য প্রাঞ্জল ভাষায় উদ্ঘাটন করেছেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তির দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন পূর্ণত্বে, ব্যাপ্তিত্বে, বস্তুনিষ্ঠায় যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা সৃষ্টির ধারার মত সাবলীল, স্বচ্ছ ও সর্বজনগ্রাহ্য, সেই আদিবেদের সঙ্গে অধুনা প্রচলিত সাম্যবাদের কোথায় কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় কোথায় পার্থক্য তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন।

এই Website-এর উদ্দেশ্য হলো, আদিবেদের প্রকৃত তত্ত্ব দর্শনকে তুলে ধরে সমাজকে জাগিয়ে তোলা। বেদের তত্ত্বকে আশ্রয় করে ধর্মনীতি, রাজনীতি, মন্ত্রতন্ত্র ও দেবদেবী সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যানধারণা গুলির প্রকৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা এবং সমাজের বুকে সেই আদর্শের সার্থক রূপায়নের মাধ্যমে সমাজকে গড়ে তোলা এবং সমাজে জনজাগরণ ঘটানো। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, ''জনচেতনা প্রথমে আন কলমে, কামানে নয়। ন্যায়, নিষ্ঠা, সত্যের সেই কলম চালিয়ে যাও।'' তাই লেখনির মাধ্যমে আদিবেদের তত্ত্ব, দর্শন ও আদর্শ প্রচার করা আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

বেদনীতিই হলো জীবনীতি — জীবের সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি — যা আজকের সমাজ প্রায় বিস্মৃত। আমাদের কাজ হলো, বেদনীতি প্রচারের মাধ্যমে সমাজে জনজাগরণ করা। বেদের যুগের শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি আবার ফিরে আসুক, এটাই হলো আমাদের মুখ্য কামনা। তাই আদিবেদের বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্বের আলোকধারাকে সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ববোধে আমাদের এই Website অভিনব দর্শন ডট কম্।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এসেছেন ইতিহাসের ধারায়, জন্ম থেকেই প্রকৃতির নিজস্ব সুর নিয়ে। তাই অষ্টসিদ্ধিতে তাঁর জন্মগত অধিকার। সেইজন্যই বাস্তবের কোন মাপকাঠি দিয়ে তাঁর বিচার করা চলে না। নিজ নিজ উপলব্ধির স্তর বা মাত্রা থেকে তাঁকে বুঝতে হবে। তাই আমাদের প্রিয় Viewer-দের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামতকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

অভিনব দর্শন ডট কম্-এর পক্ষে
চপল মিত্র

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি		*প্রকাশকাল*
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪)	সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫)	পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬)	জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭)	মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮)	আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯)	কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০)	জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১)	তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২)	মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩)	পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪)	চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫)	মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬)	সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭)	লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮)	বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯)	যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০)	ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
৩১)	আলোর পথিক	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭
৩২)	নাদ ব্রহ্ম	শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭
৩৩)	বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫